জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা – ফেব্রুয়ারি/০৩

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ডিজিটাল বিভেদ দুর করার পরবতী পদক্ষেপ কম খরচের ইন্টারনেট জাতিসংঘ সমর্থিত ফোরামে কর্মকর্তারা
* শ্রীলংকায় বিদ্রোহী হামলার সমালোচনা, সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানালেন বান কি-মুন
* জাতিসংঘ উপমহাসচিবের সতর্কবাণী:জেন্ডার সমতার লক্ষ্য অর্জনে আরও অনেক কাজ বাকি
* পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি বাতিলের চার বছর পর জাতিসংঘের পরমাণু প্রধানকে উত্তর কোরিয়া সফরের আমন্ত্রণ
* নিরাপত্তা পরিষদ পুর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছে

ডিজিটাল বিভেদ দুর করার পরবতী পদক্ষেপ কম খরচের ইন্টারনেট জাতিসংঘ সমর্থিত ফোরামে কর্মকর্তারা

২৮ ফেব্রুয়ারি– ইন্টারনেট সংযোগের মুল্য কমালে সংযোগের সংখ্যা বেড়ে যাবে। মোবাইল ফোনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিষয়টি বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনকারী ও কর্পোরেট নেতারা আজ উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় আয়োজিত সরকারি কর্মকর্তা, কর্মী ও জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এ কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) মতে, শুধুমাত্র ২০০৪ সালে এককভাবে আফ্রিকায় নতুন মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা অতিরিক্ত প্রায় ১.৫ কোটি বেড়েছে।

বৈঠকে উপস্থিত ইন্টেল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ক্রেইগ ব্যারেট বলেন, কম দামি কম্পিউটার এবং সস্তা ইন্টারনেট নির্ভর করে অনেকগুলো বাস্তব বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল চক্রের উপর। যেখানে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন একটি উপাদান মাত্র। বিশ্ব জোটের স্টিয়ারিং কমিটির (প্রধান নীতি নির্ধারণী পরিচালকসভা) চেয়ারম্যান ব্যারেটের মতে, এই জটিল চক্রের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেটের শক্তিশালী সংযোগ, বাড়িতে সংযোগ, সেবা প্রদানকারী এবং স্থানীয় চাহিদা মেটাতে স্থানীয় ভাষায় সুচি নির্ধারণ করা।

বিশ্ব জোট ও ইন্টেল কর্পোরেশন যৌথভাবে সিলিকন ভ্যালির আজকের বৈঠকের আয়োজন করে। বৈঠকে সিলিকন ভ্যালির প্রায় ১০০ প্রযুক্তি নির্বাহী, পুঁজিপতি, প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে আইটিইউ-এর মহাসচিব এবং স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হামাদুন টৌরি বলেন, অবাধ প্রতিযোগিতা এবং উদ্ভাবনী ব্যবসার আদর্শকে উৎসাহিত করবে এমন একটি ভারসাম্যপুর্ণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও অপরিহার্য।

ব্যারেট বলেন, কার্যত শূন্য বাজেটের এই বিশ্ব জোট হলো ‘কম আমলাতান্ত্রিক সংগঠন’। এর উদ্দেশ্য হলো উদ্যোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এবং সরকারি সেবা সমুহের উন্নয়ন। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা অনুসন্ধানে ব্যারেট গত শরৎ থেকে এ পর্যন্ত ১০ টি উন্নয়নশীল দেশ ঘুরেছেন।

আজকের মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বৈঠকে আফ্রিকায় ব্রডব্যান্ড পৌঁছানো, একটি স্বেচ্ছাসেবী সাইবার রাজধানী গঠন এবং উন্নয়নের সঙ্গে পুঁজির সংযোগ ঘটানোর মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচ্যসুচিতে আরও ছিল স্থানীয় সুচির শিল্প-কৌশল, টেলি সেন্টার বিস্তারে উৎসাহ এবং উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ব্যবস্থা।

বিশ্ব জোট প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে। ডিজিটাল বিপ-বকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বহুমুখী সমস্যার বিভিন্ন কৌশলের সহযোগী হিসেবে

কাজ করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও সরকারি খাত এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোকে এক কাতারে শামিল করেছে এই জোট।

নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আগামী ২৬ মার্চ জোটের পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। আগামী মে মাসে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উন্নয়নের জন্য যুব ও আইসিটি বিশ্ব ফোরামের আয়োজন করা হবে।

শ্রীলংকায় বিদ্রোহী হামলার সমালোচনা, সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানালেন বান কি-মুন

২৭ ফেব্রুয়ারি- শ্রীলংকায় আজ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীদের একটি হামলায় জাতিসংঘের এক কর্মকর্তাসহ উচ্চপদস্থ ১২জন সহায়তাকর্মী আহত হয়েছেন। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন এই হামলার সমালোচনা করেছেন এবং রক্তপাত বন্ধ করে আলোচনা শুরুর জন্য উভয়পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হামলার সমালোচনা করে মহাসচিবের পক্ষে তার মুখপাত্র মাইকেল মনতাস কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়েছে।

লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলম (এলটিটিই) গেরিলারা পূর্ব শ্রীলংকার বাত্তিকালোয়া এলাকার একটি বিমানঘাঁটি থেকে হেলিকপ্টারে করে ওই হামলা চালায়। হামলায় শ্রীলংকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক এবং মানবিক মুল্যায়ন মিশনে অংশ নেওয়া আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি দলের উচ্চ পদস্থ কর্মীরাসহ মোট ১২জন আহত হন।

নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের মাইকেল মনতাস বলেন, 'বেসামরিক নাগরিক, মানবিক কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সম্পুর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে।'

তিনি বলেন, ধ্বংসাত্মক এই সহিংসতা বন্ধে মহাসচিব দ্বন্দ্বে লিপ্ত পক্ষগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি যত দ্রুত সম্ভব শান্তি প্রক্রিয়ায় ফিরতে সম্ভাব্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

সরকার এবং এলটিটিই গেরিলাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কারণে শ্রীলংকার হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (ইউএনএইচসিআর) এবং অন্যান্য সংস্থা বাড়ি ছেড়ে পালানো ওইসব মানুষদের সহায়তার জন্য সংগ্রাম করছে।

ইউএনএইচসিআর-এর হিসেব মতে আনুমানিক দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা এই যুদ্ধে শ্রীলংকায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষ মারা গেছে। গৃহহীন হয়েছে ৪ লাখ ৬৫ হাজার মানুষ। ২০০২ সালে সরকার ও এলটিটিই গেরিলাদের মধ্যে অস্ত্রবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি সত্ত্বেও ২০০৬ সালের এপ্রিলে উভয়পক্ষ নতুন করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আর মোট ৪ লাখ ৬৫ হাজার বাস্তুহারার মধ্যে কেবল এসময়েই প্রায় ২ লাখ পাঁচ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।

জাতিসংঘ উপমহাসচিবের সতর্কবাণী:জেন্ডার সমতার লক্ষ্য অর্জনে আরও অনেক কাজ বাকি

২৬ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ উপ মহাসচিব আশা-রোজ মিগিরো বলেছেন, জেন্ডার সমতার লক্ষ্য পুরণের আগে করণীয় অনেক কাজ এখনো বাকি। এসব কাজ শেষ হলে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি, মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। জাতিসংঘের নারী কমিশনের ৫১তম অধিবেশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজ তিনি এ কথা বলেন।

জাতিসংঘে সর্বোচ্চ পদমর্যাদার নারী কর্মকর্তা মিগিরো সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'সবচেয়ে ভয়াবহ হলো শান্তিপুর্ণ হোক বা সংঘাতময়, সরকারি বা বেসরকারি সব পরিবেশেই নারী ও মেয়েদের প্রতি সহিংসতা বিদ্যমান রয়েছে। সারা বিশ্বের সব অঞ্চলেই পরিবারের সদস্য, অপরিচিত ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রের কোনো এজেন্টের মাধ্যমে তারা নির্যাতিত হয়।'

এ বছর কমিশন নারীর মর্যাদা অনুযায়ী একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়বস্তুর আলোকে নতুন কর্মপন্থা চালু করছে। মেয়েদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য রোধে মনোযোগ দিতে অধিবেশন চলাকালে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০০৭ সাল থেকে ২০০৯ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে।

দুই মেয়ে সন্তানের জননী মিগিরো বলেন, সর্বত্র মেয়েদের জীবনমান উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কমিশনকে উৎসাহিত করতে দিন। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত এই অধিবেশনে কমিশনের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে বেশ কয়েকজন মেয়েকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে ১৯৯৫ সালে 'বেইজিং প-াটফর্ম ফর একশন'-এর ১০ বছর পূর্তি হলো ২০০৫ সালে। ১০ বছর পূর্তিতে এসে দেখা গেলো মেয়েদের সম্পূর্ণভাবে রক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি। মেয়েরা এখনো যৌন নির্যাতন এবং যৌন হয়রানি-নর সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থাতেই রয়েছে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তাদেরকে পাচার করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, মেয়েদের অধিকারের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িত দুইটি আন্তর্জাতিক আইনী দলিল হলো শিশু অধিকার বিষয়ক সম্মেলন এবং নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দুরীকরণ বিষয়ক সম্মেলন (সিইডিএডবি-উ)। তবে দুটি কারণে এই দলিলগুলো সমস্যা সমাধান করতে পারছে না।

প্রথমত, এমন কোনো আইন নেই যা সঙ্গতিপূর্ণভাবে মেয়েদের দুর্দশাকে সনাক্ত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতা হলো তারা ওই দুই চুক্তি থেকে কোনো ধারা সংযুক্ত করতে পারেনি। এতে করে সহিংসতা ও বৈষম্য রয়ে গেছে।

উপমহাসচিব মিগিরো এর আগে তাঞ্জানিয়ার সম্প্রদায় উন্নয়ন, লৈঙ্গিক এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। তখন কমিশনে তিনি তার দেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতেন। মিগিরোর মতে, 'বিশ্বব্যাপী এই ব্যাধি দুর করতে প্রয়োজন আমাদের ব্যক্তিগত ও সমন্বিত অঙ্গীকার। সমস্যা সমাধানে কয়েকটি সম্ভাব্য উপায়ের একটি তালিকা করতে হবে। আমাদের এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে এ ধরনের সহিংসতা সহ্য করা হবে না, বিদ্যমান আইনী নিয়ম ও কৌশলের পুর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে, অপরাধীর বিচার ও শাস্তির ওপর আলোকপাত করা হবে, পর্যাপ্ত সম্পদ প্রদান এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও কমবয়সী ছেলেদের তাদের চিরাচরিত আচরণ ও ব্যবহারের পরিবর্তন আনতে হবে।

বর্তমানে জাতিসংঘের যে সব সংস্থা জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে একটি ইউনিটে রূপান্তরের জন্য গত বছরের নভেম্বরে জাতিসংঘ মহাসচিবের পন্থা ভিত্তিক সঙ্গতিপূর্ণ উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল সুপারিশ করেছিল।
উপমহাসচিব মিগিরো বলেন, তিনি এবং মহাসচিব উভয়েই এর পক্ষে আছেন। তার মতে, এরকম একটি স্বতন্ত্র সত্তা বিশ্ব পর্যায়ে পরিবর্তনের শক্তিকে ছড়িয়ে দিতে পারবে এবং তা জাতীয় পর্যায়ে এর ফলাফল বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করবে।

নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণে আজ দুপুরে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সক্ষমতা গঠনের দুটি উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দুই সপ্তাহব্যাপী কমিশনের উদ্বোধনী অধিবেশন শেষ হবে আগামী ৯ মার্চ। আশা করা হচ্ছে এতে সারা বিশ্বের প্রায় ১০০ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। এদের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের পদাধিকারী ছাড়াও বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিরা থাকবেন। অধিবেশন চলাকালে তারা সমান্তরাল আলোচনায় অংশ নেওয়া ছাড়াও বৈঠক করবেন।

পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি বাতিলের চার বছর পর জাতিসংঘের পরমাণু প্রধানকে উত্তর কোরিয়া সফরের আমন্ত্রণ

২৩ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ পরিদর্শকদের দেশ ত্যাগের নির্দেশ এবং পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি (এনপিটি) বাতিলের চার বছরের বেশি সময় পরে উত্তর কোরিয়া তাদের পরমাণু কর্মসুচি নিয়ে আলোচনার জন্য আগামী মাসে জাতিসংঘের আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) প্রধানকে পিয়ংইয়ং সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে ছয় জাতির আলোচনায় কোরিয়া জ্বালানি ও অন্যান্য সাহায্যের বিনিময়ে সকল ধরনের পরমাণু কর্মসুচি স্থগিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর এ আমন্ত্রণ জানানো হল।

উত্তর কোরিয়ার এ আমন্ত্রণ সম্পর্কে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক মোহাম্মদ এলবারাদি সাংবাদিকদের বলেন, 'এ ঘটনাকে আমি উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম ধাপ বলে মনে করছি। '

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতির উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি এটি।' ছয় জাতির আলোচনার কথা উলে-খ করেন তিনি বলেন, 'আমি আন্তরিকভাবে আশা করছি যে, কেবল ছয় জাতির সদস্যরা নয়, পুরো আন্ত র্জাতিক সম্প্রদায় যত শিগগির সম্ভব উত্তর কোরিয়ার পরমাণু সমাধানের এ ধরনের প্রক্রিয়াকে উৎসাহ জোগাবে। ছয় জাতির ওই আলোচনার সদস্যরাষ্ট্রগুলো হচ্ছে- উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

মহাসচিব আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এলবারাদি উত্তর কোরিয়ার পরমাণু কর্মসূচি স্থগিত এবং পাশাপাশি সকল পরমাণু অস্ত্র তৈরির প্রক্রিয়া বন্ধ করার মতো বিস্তারিত বিষয় নিয়ে কোরিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে সক্ষম হবেন। এনপিটি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে উত্তর কোরিয়া একটি পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে। এ কারণে নিরাপত্তা পরিষদ পিয়ংইয়ংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

বান কি মুনের সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এলবারাদি বলেন, 'আমি আশা করছি কোরিয়া হয়তো আইএইএ-এর সদস্য হিসেবে আবার ফিরে আসবে। আমরা পারস্পরিক উদ্বেগ ও ছয় জাতির আলোচনায় পুনঃপ্রক্রিয়াকরণসহ পিয়ংইয়ংয়ের পরমাণু কর্মসূচি বন্ধ করা নিয়ে যে কথা হয়েছে সে ব্যাপারে একটি চুক্তির বাস্তবায়ন করতে পারি।'

তিনি বলেন, 'আমরা উত্তর কোরিয়াকে আইএইএ-এর পূর্ণ সদস্য হিসেবে দেখতে চাই। যেখানে আমরা কেবল পর্যবেক্ষণ করব না, পরমাণু প্রযুক্তি ও পরমাণু নিরাপত্তার শর্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে পারি।'

উত্তর কোরিয়া ২০০৩ সালের শেষ দিকে আইএইএ-এর পরিদর্শকদের পিয়ংইয়ং থেকে বহিস্কার ও আনুষ্ঠানিকভাবে এনপিটি ত্যাগ করার পর জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বারবার পিয়ংইয়ংকে আবার এনপিটিতে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বান কি মুন গতকাল ইরানের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে এ দেশটিও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। এ দেশটির সঙ্গে মুনের দেখা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে-ছয় জাতির আলোচনার সময় উত্তর কোরিয়ার প্রস্তাবিত 'কিছু ভালো শিক্ষা' গ্রহণ করতে। তারা বলেছিল, 'সবসময় আলোচনার মাধ্যমে সব বিষয়ের সমাধান করা ভালো এবং তাই আশা করা হয়।'

ইরানের ওপর জাতিসংঘ ইতিমধ্যেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। চলতি সপ্তাহের গোড়ার দিকে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা তারা অগ্রাহ্য করে ফেলেছে। এ কারণে তারা আরও নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারে। সমৃদ্ধকরণ দুই উদ্দেশ্যে হতে পারে। এক, জ্বালানি উৎপাদনের জন্য পরমাণু জ্বালানি তৈরি। অন্যটি, পরমাণু অস্ত্র তৈরি। ইরান বলছে, তাদের লক্ষ্য পরমাণু জ্বালানি তৈরি। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য রাষ্টগুলো বলছে, ইরানের লক্ষ্য পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা।

বান কি মুন আজ তেহরানকে আইএইএ-এর সঙ্গে খোলামেলা হতে বলেছেন। তিনি বলেন, 'তাদেরকে পরিদর্শকদের কাছে সবকিছু তুলে ধরা উচিত। তারা যদি এনপিটির ধারা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধকরণ করে থাকে তাহলে তাদের উচিত এ চুক্তির নিরাপত্তারক্ষাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলা এবং পরিদর্শকদের বোঝাতে সক্ষম হওয়া।'

নিরাপত্তা পরিষদ পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছে

২২ ফেব্রুয়ারি- নিরাপত্তা পরিষদ আজ পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের মেয়াদ আরও এক বছর বাড়িয়েছে। সে হিসেবে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তারা সেখানে অবস্থান করবে। চলতি বছরের নির্বাচনকে ঘিরে ছোট্ট এ দেশটিতে সহিংসতার মাত্রা বেড়ে যায়। তাই সেখানে সহিংসতা দমনে আরও ১৪০ জন অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তা মোতায়েন করা হবে।

পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ সমন্বিত মিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল আগামী রোববার। কিন্তু ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের সকলে ওই মিশনের মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে ভোট দেয়। একই সঙ্গে আরও বেশি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সদস্যের সমন্বয়ে অতিরিক্ত সুগঠিত পুলিশ ইউনিট গঠনের ওপর ভোট দেন তারা। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন এ দুটি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পূর্ব তিমুরের

নেতারাও এ পদক্ষেপের পক্ষে ছিলেন।

পরিষদের এক প্রস্তাবে পূর্ব তিমুরের বর্তমান ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রাথমিক এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানানো হয় ওই প্রস্তাবে।

১৪০ জন পুলিশ কর্মকর্তা সমন্বয়ে পুলিশ ইউনিট গঠনের লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচনের আগে ও পরে বর্তমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করা।

পরিষদ পূর্ব তিমুরে মোতায়েন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তারা নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ সমন্বিত মিশনের সঙ্গে একত্রে কাজ করে যাওয়ার জন্য পূর্ব তিমুর সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ও পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ মিশনের প্রধান অতুল খের বুধবার সেখানকার লোকজন ও স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। স্থানীয় পুলিশও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। তারা সাম্প্রতিক সহিংসতা, বিশেষ করে রাজধানী দিলিতে সহিংসতা বন্ধে কাজ করছে।

পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্ব আগামী ৯ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর পর হবে পার্লামেন্ট নির্বাচন। ২০০২ সালে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর এই প্রথম সেখানে নির্বাচন হতে যাচ্ছে।

এপ্রিল ও মে মাসে দেশটির পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হওয়ার পর সেখানে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে নিরাপত্তা পরিষদ ২০০৬ সালের আগস্টে জাতিসংঘ মিশন গঠন করা হয়। ওই সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩৭ জন নিহত এবং মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ বা প্রায় এক লাখ ৫৫ হাজার লোক তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

** ** **